BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050010

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামাজিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার : উনবিংশ শতাব্দীতে

জয়ন্ত মন্ডল

Student
Email: jayantamondal592@gmail.com

সারাংশ:

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবজাগরণের প্রভাবে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের জ্ঞান চৈতন্যের প্রকাশ তার সাহিত্য। সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য সহ চরিত্রের টানা পড়েন তার সাহিত্যে প্রতিফলিত। বিদ্যাসাগরের গদ্য কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালি ভাষার উত্তরণ হয়েছে তার সাহিত্য কর্মের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন রবীন্দ্র যুগ বলে ধরা হয় তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিন দশক ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। ঐতিহাসিক, দেশাত্মবোধক, তত্ত্ব সহ সামাজিক গার্হস্থ ধর্মী উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার বিশেষ কতকগুলি উপন্যাসের মধ্যে বাঙালি পরিবারের মসৃণ ঘরোয়া কাহিনী বিবৃত হয়েছে যেখানে কোন অদ্ভুত কাহিনী বিন্যাস নেই। তার সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে অন্তর্লীন মনস্তাত্ত্বিক গূঢ়ৈষনাও অনুপস্থিত। ট্রাজিক মহিমায় ভাস্বর ছিল তার উপন্যাসের ঘটনার ঘনঘটা। সমাজ বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিধবার প্রেমকে মর্যাদা দিতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র। বলিষ্ঠ ভাবাবেগের দ্বারা চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি করতে তিনি অপারক ছিলেন। জীবনের প্রতি গভীর মায়া এবং বাস্তব পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব আছে তার উপন্যাসে। উপন্যাসের বৈচিত্র্যতা, রচনা প্রকরণ, উপন্যাসিকের জীবন দর্শনে পরবর্তী যুগে প্রসারতার প্রভাবে তিনি অতুলনীয়। নারীর আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন সাহিত্যিক। পুরুষের নৈতিক অধঃপতন ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রাধান্য লাভ করেছে তার সাহিত্যে পরাধীনতার ক্লান্তি, আবার যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রতিটি বিষয়ে যাচায়ের কারণে কাহিনীর গতি ও চরিত্র সৃজন অনেকটা সমতা বিধান হয়েছে। এক কথায় সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রীয় মানদন্ড তার সামাজিক ও গার্হস্থ ধর্মী উপন্যাসে সমানভাবে প্রতিফলিত।

মূলশব্দ: দ্বন্দ, কষ্টিপাথর, মনঃস্তত্ব, দেশাত্ববোধক, গূঢ়ৈষনা।

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের উৎসর মরুপ্রান্তরে যিনি শিল্পীর ধ্যানমগনতায় ভাব মন্দাকিনী র স্রোতধারা প্রবাহিত করেছিলেন তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা কথা সাহিত্যে উপন্যাস নামক শিল্পকর্ম তার হাতেই সূচিত হয়েছিল। বাঙালি জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে র মিলন ভূমিতে স্থাপন করে সমকালীন সাহিত্য, কথাসাহিত্য সহ দেশ ও দশের কথার মধ্য দিয়ে বাঙালিকে উনবিংশ শতাব্দীর জীবন রস ও প্রাণের বাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় কাব্য পরিক্রমার নাগপাশ থেকে উনবিংশ

শতাব্দীতে যে ছাপাখানা আবিষ্কার এর পরবর্তী পর্যায়ে গদ্য শিল্পের সূত্রপাত, তাকে অবলম্বন করে উপন্যাস নামক সাহিত্য প্রকরণ তিনি উপঢৌকন দিয়েছিলেন পাঠকবর্গকে। কলোলিয়ান রিয়েলিটি মধ্যে থেকে শূন্যতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তারি বহিঃপ্রকাশে তার সাহিত্যে এক এক চরিত্র সৃজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিন দশকে যে বঙ্কিম যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তা মূলত তার উপন্যাস নামক সাহিত্যসম্ভারে জ্বলন্ত সামাজিক চিত্র তুলে ধরার কারণে। জ্ঞানদীপ্তি বা নবজাগরণের কারণে মানুষের মধ্যে যে শুভ বুদ্ধির জাগরণ তাকে সদর্থক চিন্তায় রেখে সামাজিক কৌলিন্যতাকে প্রকাশ করতে তিনি বারংবার নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে এসেছেন সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম রোমান্স মিশ্রিত ও কল্পনা প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও সামাজিকভাবে একেবারেই ঘরের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে ছিলেন প্রথমে তার রাজমহন ওয়াইফ নামে একটি ইংরেজী লেখা উপন্যাসে। সুতরাং সমাজ বাস্তবতার ছোঁয়া এসেছে তার সাহিত্যে একেবারেই প্রথম থেকে। সাহিত্য হল সমাজ জীবনের দর্পণ আর সে দর্পণে ধরা পড়ে সমাজের সমস্ত প্রতিচ্ছবি তারই নান্দীপাঠে এ পর্বের বিষয় সামাজিক সত্য অন্বেষণেরই শ্রেষ্ঠ কথাকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা:

১২৭৯ পয়লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকাটি রচনা করেন। বাংলা সাময়িক পত্রিকাটির মূল কর্ণধার ছিলেন তিনি। পরে সঞ্জীবচন্দ্রকে সম্পাদনার ভার দিয়ে তিনি লেখালিখির কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র এক হাতে গঠন এক হাতে নিবারণের কাজ রেখেছিলেন। একইসঙ্গে আগুন জ্বেলে ধুম ও ভস্মরাশির ভার ও তিনি নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাথে সাথে রোমান্টিক সামাজিক উপন্যাস গঠনেরও সৃষ্টিদাতা। সামাজিক উপন্যাস গুলোর জন্য তার খ্যাতি শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। তার সামাজিক উপন্যাস গুলো হলো, "ইন্দিরা" (১৮৭৩), "যুগলাঙ্গুরীয়" (১৮৭৪), "রাধারানী" (১৮৭৫), "রজনী" (২ রা জুন ১৮৭৭), "কৃষ্ণকান্তের উইল" (২৯ আগস্ট ১৮৭৮)। এদের মধ্যে 'রাধারানী', 'যুগলাঙ্গুরীয়'-কে উপন্যাসের থেকে অনেক বেশি ছোট গল্প বলা হয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী নিজেদের লোকের মতো আনাগোনা করেছে ঘরে ঘরে। কি হবে বলে যখন দেশ শুদ্ধ লোকের ভাবনা চরমে, ঠিক তখন একইসঙ্গে আর একটা জিনিস দেখা গেলো বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে দেশসুদ্ধ লোকের চোখে ঘুম থাকতো না। 'বিষবৃক্ষ' ১লা জুন (১৭৭৩) অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রেমের ত্রিকোণ রূপ চিত্রায়নে লেখক অসাধারন পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্র ত্রিশ বছরের সুখী যুবাপুরুষ। জমিদার ও মহাধনবান। বাসস্থান গোবিন্দপুর। কুন্দনন্দিনীর সূর্যের মতো তেজে নগেন্দ্র অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ হলেও তার হুঙ্কার ও মেজাজ এই উপন্যাসে মেলে। তার প্রমাণ স্বরূপ দেখলে বোঝা যায়— একদিন তিন চার হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরোজায় করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললো "দোহাই হুজুর-নায়েব গোমাস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচিনা। সর্বস্ব কাড়িয়া লইলো, আপনি না রাখলে কে রাখে।" নগেন্দ্র হুকুম দিলেন— "সব হাকাও দেও।" নগেন্দ্র সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে তত্ত্বাবধান করতেন কুন্দের আবির্ভাবের আগে। কিন্তু সূর্যমুখী আর তার দাম্পত্য জীবনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি আসায় বাবু আর কিছু দেখেন না। তাই বোঝা যায় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র প্রজা ও জমিদারের সম্পর্কের আলোচনার তুলনায় ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতর সমস্যার ব্যাপকতা নিয়ে নিখুঁত মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণমূলক রচনায় আগ্রহী ছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৮ এটি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। এটি ওনার প্রতিভার অন্যতম একটি দান। এক জগৎ থেকে অন্য জগতে পদার্পণের গল্প নিয়ে রচিত এই উপন্যাসটির প্রথমে দেখবো রোমান্স মূলক আখ্যানের গল্প তারপর ধীরে ধীরে দেখবো উপন্যাসটি কিভাবে সামাজিক জীবনের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়েছে। এই উপন্যাসটি কোথাও স্বচ্ছন্দতা বিসর্জন দিয়ে এক নতুন বিশেষণে গভীরতা অর্জন করেছে। হরিদ্রা গ্রামে এক ঘর বড়ো জমিদার ছিলেন। জমিদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। বড়ো ধনী, তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রমাকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একই সঙ্গে ধণ উপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতার

মধ্যে এতো বেশি সুসম্পর্ক ছিলো একের মনে এমন সন্দেহ কখনও জন্মায় নি যে অপর জন তার সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নেবেন নিজের নামে। উভয়ে একই অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন। এমত অবস্থায় রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মেছিল গোবিন্দলাল। তিনি গোবিন্দোলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদের সঙ্গে সমান ভাবে প্রতিপালন করেছিলেন। উইল করলেন যে তাঁর পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতি এক আনা সম্পত্তি পাবেন।

এই বইটির নামকরণ দেখে বোঝা যায় বিষয় সম্পত্তির বিভক্তিকরণ নিয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বঙ্কিম উপন্যাসের শুরুতে জমিদারি মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সমাজ সমস্যা মূলক ত্রিকোণ প্রেমের নির্বাচন কাহিনী রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তিত হলেও সমাজের সর্বস্তরে উদারভাবে তার গ্রহণ হয়নি। ফলে বিধবা কন্যাদের নিয়ে সেই সময় ও বঙ্কিমের সমস্যার অন্ত ছিল না। স্বামীহারা কন্যারা অপরের সংসারে কায়ক্লেশে পরিশ্রম করতে গিয়ে প্রায় সেই সংসারের মনিবের প্রেমে জড়িয়ে পড়তেন। যা মনিবের সুখী দাম্পত্যজীবনে সমস্যার সৃষ্টি করতো। অপরের সুখী দাম্পত্যজীবন দেখে নিজেদের ক্লায়ক্লেশ যুক্ত হতভাগ্য জীবনের কথা ভেবে তারা কেউ কেউ প্রতিহিংসা পরায়ন হতেন। জমিদার হলেও কেউ কেউ পাপ বোধের কথা ভুলে গেলেও ওই দ্বিতীয় নারীকে নিয়ে ভোগের আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত হতো। এখানে কৃষ্ণকান্তের এই ভোগ বিলাসী নেশার জন্য সমস্যার উৎপত্তি। পুত্র হরলাল বিধবাবিবাহ করলে তিনি তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। উইল চুরি করে কাজটা উদ্ধার করলেও হরলাল রোহিনী কে বিমুখ করে। আর প্রেম মানুষকে কিভাবে শক্ত বন্ধনে বেঁধে ফেলে সেটা রোহিনী আর গোবিন্দোলাল কে দেখে বোঝা যায়। শেষে দেখা যায় রোহিনীর অকাল নির্মম মৃত্যু, ভ্রমরের স্বামীর প্রতি প্রেম ও গোবিন্দ লালের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের যবনিকা।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এর বিষয় বস্তু গত মিল অনেক খানি। উভয় উপন্যাসে পুরুষের ত্রিকোণ প্রেমে নিজেকে নারীর রূপের প্রতি মোহ নিবৃত্ত না করতে পারার গল্প। যা সংসারে অশান্তি ও অনর্থের সৃষ্টি করেছে।

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর ও কৃষ্ণকান্তের উইল এ ভ্রমরের আত্মবিসর্জন এর মাধ্যমে সমাজের ধর্ম অধর্ম এর ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। বিষবৃক্ষের শুরুতে প্রলোভনের চিত্রটি বড়ো করে এঁকে প্রায়শ্চিত্ত সংক্ষেপে সারা হয়েছে। নগেন্দ্র এর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয় সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ এ অগাধ অসীম ভালোবাসা কুন্দনন্দিনীর প্রতি যা সূর্যমুখীর উপস্থিত কালীন ছিলো তা সূর্যমুখীর অনুপস্থিতিতে শুকাইয়া গেছে। হতভাগী কুন্দ সমস্ত আদর ও ভালোবাসা থেকে অনাদৃত হয়ে ভৎর্সনা ও উপেক্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছে। সূর্যমুখীর ফিরে আসায় যে মিলনানন্দ তে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যায়।

যুগলাঙ্গরীয় গল্পে জ্যোতিষশাস্ত্রের সব বাধা কাটিয়ে আন্তরিক প্রেমের জয় হয়েছে। পুরন্দর ও হিরন্ময়ীর প্রেম। যা পরে বিবাহের রূপদান করেছে। 'রাধারানিতে' রুক্মিণীকুমারের সঙ্গে বিবাহে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লেখকের মানসিক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। রাধারাণীতে একটি রাত্রিতে অনাথা বালিকাকে সপ্ন দেখিয়ে সাত বছর পর তাকে বিবাহে রূপদান করা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রায় দেখা যায়না।

ইন্দিরাকে ও রজনীতে বর্ণনার দিক থেকে আমরা অন্য বঙ্কিমচন্দ্র কে পাই। লেখক নিজে আড়ালে রেখে উপন্যাসের বক্তা বা বক্তীর উপর কথা বলার ভার দিয়েছেন। ইন্দিরা উপন্যাসের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত ইন্দিরা বক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। স্বামীর সাথে মিলনের জন্য জটিল জাল ইন্দিরা পেতেছিল। ইন্দিরার স্বামীর কুসংস্কার কিংবা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উপর লেখক জোর দিয়েছেন। গল্পের চরিত্র গুলো করুণা ও সমবেদনা তে ভরপুর। কোমল রঙ্গ রসিকে প্রিয় ইন্দিরা, ঈর্ষা প্রবন পাচিকা সোনার মা সকলেই এই অল্প সময়ে খুব জীবিত হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে সেখানে এক কথায় তাকে সামাজিক দার্শনিকের আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে। জমিদার জীবন, ত্রিকোণ প্রেম, প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি হয়েছে তার সাহিত্যে। বিধবা প্রেম বাস্তব রূপ পায় না তৎসময়ে তবুও নারী হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা যেন সধবার বেস নিয়ে চরিত্র চলাচল করছে তার উপন্যাসের মধ্যে। অন্যদিকে পুরুষের অন্তরে সমভাবে প্রেমের জাজ্জল্য প্রকাশকে তিনি বাঁধনছাড়া মাটিতে চলাচল করতে দিয়েছেন। এক কথায় সামাজিক প্রতিকূলতার মাঝে তার উপন্যাসের চরিত্র কথা বলতে চেয়েছে বারংবার। সমাজ দর্পণ হতে গিয়ে সাহিত্য হয়েছে নির্দিষ্ট শামিয়ানার ভেতরে। সামাজিক উপন্যাসের সদর্থক ভাবনায় তার উপন্যাস গুলি সমাজ পরিবেশের সুখ্যাতি সূক্ষ্ম ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রের ঘূর্ণাবর্তের আদলে। বিশেষত সমাজ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সামাজিক সত্য অন্বেষণ হয়েছে তার এ পর্বের প্রতিটি উপন্যাসে এ কথা বলতেই হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- বন্দোপাধ্যায়, সরোজ, (১৩৮৮ শ্রাবণ), বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭০০০২০
- রহিম, ড: আব্দুর, (২০১৫), বঙ্কিম উপন্যাসে রোমান্স প্রসঙ্গ, সুচয়নী পাবলিশার্স, বাংলাদেশ
- গুপ্ত, ক্ষেত্র, (২০১৮), সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস শিল্পরীতি, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, বাংলাদেশ
- রায়, দেবেশ, (১৯৯১), উপন্যাস নিয়ে, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা
- ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ, (২০১৮), উপন্যাসের ধারা, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭০০০৭৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী কুমার (২৪ শে শ্রাবণ, ১৩৪৫), বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০৭৩

Citation: **মন্ডল. জ.**, (2025) "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামাজিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার : উনবিংশ শতাব্দীতে", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.